

জ্ঞানদাস

আলোচনা-১

জ্ঞানদাস (শ্রীমঙ্গল, মঙ্গল ঠাকুর বা মদনমঙ্গলা নামেও পরিচিত ছিলেন) একজন মধ্যযুগীয় বাংলা কবি। তার জন্ম ১৫৬০ সিউড়ী ও কাটোয়ার অন্তর্ভুক্ত কাঁদরা নামক গ্রামে মঙ্গলাখ্য বিপ্রবংশে। তিনি ষোল শতকের পদাবলী সাহিত্যের একজন সেরা কবি। তার সুনাম চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তার জীবন সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব সে জন্ম তার পদে ভক্তের আবেগ বেশি পাওয়া যায়। সেকালের বটপত্র জ্ঞানদাস সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য আছে।



শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে জানা যায়, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ শাখার একজন বৈষ্ণব। নিত্যানন্দ ছিলেন চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং বাংলার বৈষ্ণব সমাজের খুব বড় নেতা। জ্ঞানদাসের অনেক পদে নিত্যানন্দের ভক্তি ও প্রশংসা আছে। পদগুলো পড়লে মনে হয় জ্ঞানদাস নিত্যানন্দকে অনেক কাছ থেকেই দেখেছিলেন। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয়া স্ত্রী জাহ্নবা দেবী বৈষ্ণব সমাজের নেত্রী হয়েছিলেন। জ্ঞানদাস ছিলেন জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। চৈতন্যের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলো প্রচারের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন, নরোত্তম দাস (আনুমানিক ১৫৪০-১৬১০) তাদের মধ্যে একজন। তিনি রাজশাহী জেলার খেতুরি নামক স্থানে এক মহা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন এবং উৎসবে বাংলাদেশের সব বৈষ্ণবকে ডেকেছিলেন। সেই মহামেলায় জ্ঞানদাসও অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তখন নাকি তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। জ্ঞানদাস বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের সমসাময়িক হতে পারেন।

জন্ম ও জীবন

কারো মতে, তার জন্ম ১৫৩০ সালে; কারো মতে ১৫২০ থেকে ১৫৩৫ সালের মধ্যে। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান (অধুনা পূর্ব বর্ধমান) জেলার কাঁদড়া গ্রামে। কাটোয়া থেকে বোলপুর গামী বাসে ২৬ কিমি বা ফুটিসাঁকো থেকে তিন কিমি আগে কান্দরা। নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্রা বা একচাকা গ্রামের কাছাকাছি এই কাঁদড়া গ্রাম। এখানে জ্ঞানদাসের একটি মঠ ও রাখা গোবিন্দের মন্দির আছে। জ্ঞানদাসের মৃত্যু উপলক্ষে প্রতিবছর পৌষ মাসের পূর্ণিমার সময় এই জায়গায় মেলা হয়। জ্ঞানদাস অবিবাহিত ছিলেন বলে জানা যায়। অন্যমতে, তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং তার একটি পুত্র ছিল।

সাহিত্যকর্ম

জ্ঞানদাস একজন উৎকৃষ্ট পদাকার ছিলেন। তার কিছু স্মরণীয় পদ আছে। যেমন, রূপ লাগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর, কিংবা সুখের লাগিয়ে এ ঘর বান্ধিলুঁ ইত্যাদি। এই সব পদ বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পদাবলীর গুণ ও মান বৃদ্ধিতে জ্ঞানদাসের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ষোল শতক পদাবলীর স্বর্ণযুগ। জ্ঞানদাস এই স্বর্ণযুগের কবি। ভক্তের অনুভূতিকে কবিতায় প্রকাশ করার অপূর্ব প্রতিভা তার মধ্যে ছিল।

শব্দব্যবহার ও ভাষাভঙ্গি একই রকম বলে জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের অনুসারী বলা হয়। অকৃত্রিম সহজ রচনারীতির দিক থেকে চণ্ডীদাসের সঙ্গে তার মিল অবশ্যই আছে। কিন্তু জ্ঞানদাস একজন সতন্ত্র কবি। আধুনিক কালের গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য তার পদে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানদাসের নামে প্রায় শ'দুয়েক পদ চালু আছে। ব্রজবুলিতেও তিনি অনেক পদ রচনা করেছেন। তবে তার বাংলা পদগুলো ব্রজবুলির পদের তুলনায় অনেক ভাল। তবে রুপানুরাগের পর্যায়ের পদ গুলোই জ্ঞানদাসের কলমে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। দুটো রুপানুরাগের পর্যায়ের পদ হল-

“

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান

বা

রূপ লাগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে, পরাণ পিরিতি মোর থির নাহি বান্দে।

”

জ্ঞানদাস সঙ্গীত বিষয়েও একজন বিশেষজ্ঞ। একালে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল যেমন নিজেদের লেখার গানে সুর দিয়েছেন, সেকালে জ্ঞানদাসও একই কাজ করেছেন। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি গান লিখে সুর দিয়েছেন। কীর্তন গানেও তার দক্ষতা ছিল বলা হয়। কীর্তনের নতুন ঢঙ তিনি তৈরি করেছিলেন।

তথ্যসূত্রঃ

সংগৃহীতঃ

<https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B8>